অমৃতা বার্তা

উৎসব সংখ্যা ১৪৩১

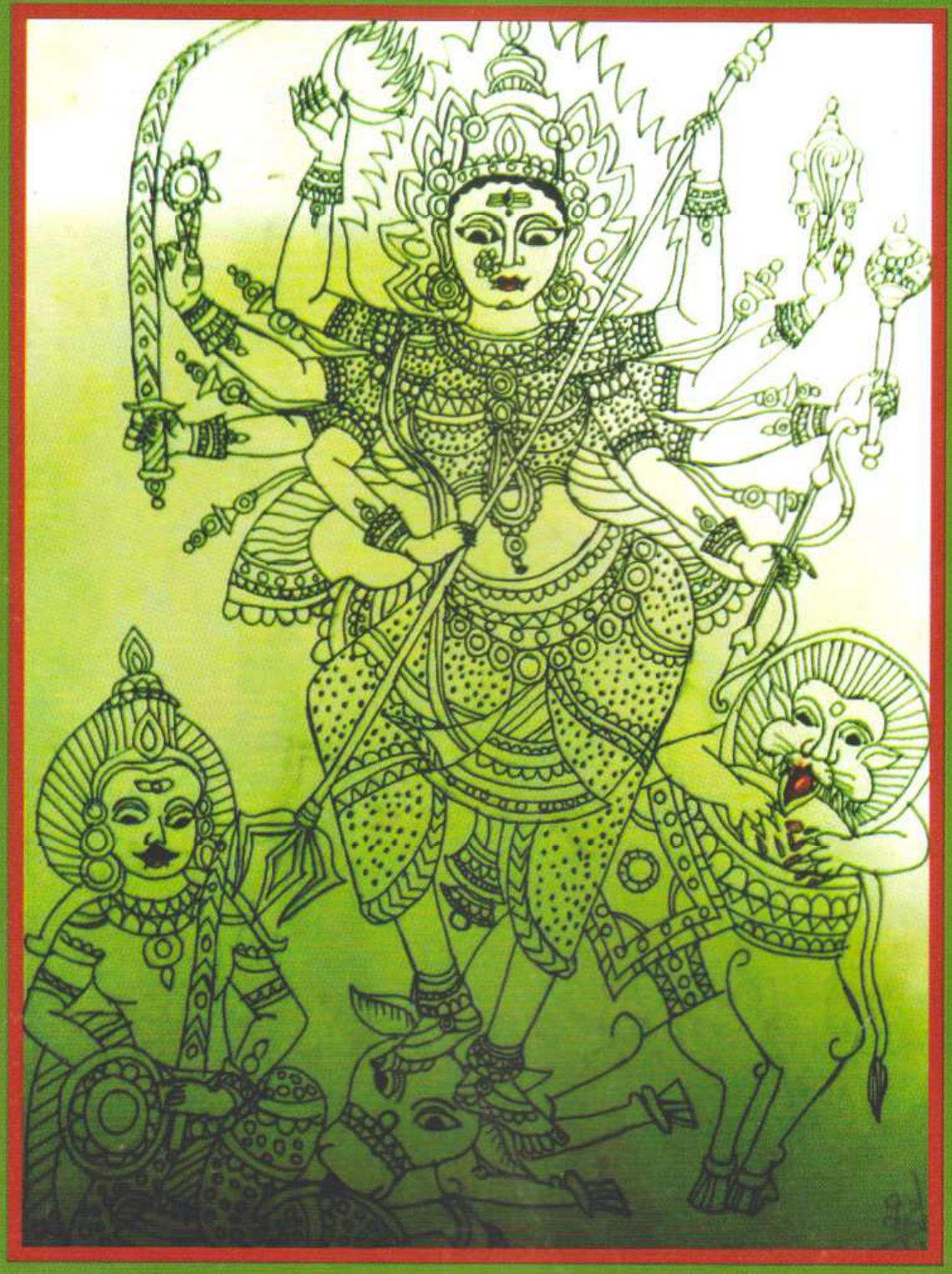

সোদপুরে খাদি আশ্রমে কানন দেবীর গান্ধীজী ও সীমান্ত গান্ধী দর্শন

ডঃ শেখর শেঠ

বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্রের এক কিংবদন্তি অভিনেত্রী কানন দেবী। তিনিই বাংলার প্রথম সুপারস্টার বা মহানায়িকা। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল - এই সুদীর্ঘ সময়ে বাংলা ও হিন্দী ভাষা মিলে ৭০ টির বেশী ছবিতে প্রধান চরিত্র অভিনয় করেছেন। কানন দেবী অভিনীত কিছু ছবি ঃ- মান ময়ী গার্ল স্কুল, 'প্রহ্লাদ', 'কংসবধ' বিষ বৃক্ষ, বিদ্যাপতি, মুক্তি, অভিনেত্রী, বনফুল, চন্দ্রশেখর, যোগাযোগ, মুক্তি, বিদ্যাপতি, সাথী, পরিচয়, শেষ উত্তর, মেজদিদি, সাপুড়ে ইত্যাদি। শুধু তা-ই নয়, বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁকেই প্রথম তারকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নায়িকা, গায়িকা, প্রযোজক - কত কী! সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, অভিনয় গুণ ও গানের এর এক বিরল সম্মিলনে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। তাঁকে বলা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম মহানায়িকা। তিনি ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য নায়িকা ও গায়িকা, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের গ্ল্যামার কুইন কানন দেবী। "প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম" "মেজদিদির" গান এখনও যেন চির নতুন। ১৯৬৮ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৭৬ 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার পান। ১৯৯০ সালে তিনি সিনে সেন্ট্রাল কর্তৃক হীরালাল সেন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯১ সালে 'ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি পুরস্কার' পান। ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের ডাক বিভাগ কানন দেবীর একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৯৪০ এর দশকে তিনি খ্যাতির শীর্ষে - সেই সময়ে তিনি একদিন চলে আসেন সোদপুর খাদি আশ্রমে গান্ধীজীকে দর্শন করবার জন্য। এই দর্শনের কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'সবারে আমি নমি'তে বলেছেন।

১৯৪৫ সালের ১ লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬ এর ১৯ শে জানুয়ারী গান্ধীজী বাংলায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় আবাস সোদপুর স্টেশন এর পশ্চিমে খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেন। অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষ গান্ধী দর্শনের জন্য হাজির হতে থাকেন। বস্তুত গান্ধীজীর অবস্থান কালে সেই সময় সোদপুর হয়ে ওঠে ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় হাজার হাজার মানুষ যোগ দিত। স্পেশাল ট্রেন চলত।

সে সময় কানন দেবীর ইচ্ছা হলো তিনি একদিন গান্ধীজিকে দেখতে আসবেন। সেটি কথা তাঁর নিজের লেখায় - "মহাত্মাজীর সঙ্গে দর্শনে মনের মধ্যে বেজেছিলো একটি প্রার্থনার আকুতি- 'সব্‌কো সংমতি দে ভগবান'। বীণাই (কানন দেবী বান্ধবী) একদিন আমায় জেদ করে বলল, 'মহাত্মাজীকে দেখবে না? সমসাময়িক একজন মহাপুরুষ বেঁচে থাকতেও যদি দর্শন না কর, পরে নিজের সন্তান সন্ততির কাছে কি জবাবদিহি করবে?

'মহাত্মাজীর দেখা পাওয়া কি আমার মত সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব?" সসঙ্কোচে বলেছিলাম।

'কেন নয়? উনি ত সোদপুরে এসেছেন। চল দেখে আসি'।

তারপর ও মাখন সেন, সতীশ দাশগুপ্ত এঁদের সহযোগিতার সোদপুরে আমায় নিয়ে গেল। প্রার্থনা সভায় বসতে পেরেছিলাম মহাত্মাজীর খুব কাছেই। দেখলাম হাতজোড় করা প্রার্থনারত মানুষটি যেন অগণিত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও একান্তে বসে অনন্তের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু আমার এ অনুভব নিবিড়তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যখন দেখলাম কানে এল চারিদিকের ফিসফাস ও গুঞ্জনের মধ্যে আমার নামটা। শুধু অসোয়াস্তি বোধই করিনি, ভারী অপরাধী মনে হচ্ছিলো প্রার্থনাসভার ধ্যানতন্ময়তা ভাঙার জন্য পরোক্ষভাবে নিজেকে দায়ী ভেবে।

ক্ষিতিশবাবুই মহাত্মাজীকে বললেন, 'এর ভারী আগ্রহ আপনাকে দেখার'। অমনই মহাত্মাজীর মুখে ফুটে উঠল সেই অপার্থিব হাসি, যে- হাসির সামনে এসে তাঁর ঘোরতর বিরোধীপন্থীরও সমালোচনার কণ্ঠ আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে যেত- সীমাহীন শ্রদ্ধার আবেগে। প্রণাম করতে দুটি হাত আমার মাথার ওপর চেপে ধরলেন। বিধাতার অভয় মন্ত্রদানের স্পর্শের আনন্দ যেন প্রবাহিত হোলো সারা দেহে। ফেরবার সময় কানে বাজছিলো সেই সুর 'সব্‌কো সৎমতি দে ভগবান'- আমিও সারাক্ষণ যেন সারা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে মন্ত্রের মত ঐ একটি সুরই কনন্দবি গেয়েছি 'সব্‌কো সৎমতি দে ভগবান'।

আমার সৌভাগ্যক্রমে ঐখানেই সেদিন ছিলেন সীমান্ত গান্ধী। মহাত্মাজীকে দর্শন করে তাঁর কাছেও গেলাম। কি সীমাহীন স্নেহে তিনি কাছে টানলেন। কথা বেশী হয়নি। মনে হয়েছিল আমি এত ক্ষুদ্র মানুষ, এঁদের সঙ্গে কি কথা বলব? এঁদের কাছে আসতে পেরেই ত জীবন সার্থক। অনেকক্ষণ ছিলাম। কি শিশুর মত সরলতা ওঁর স্বভাবে, ব্যবহারে। সহজ হওয়াটাই কঠিন। কিন্তু মানুষ সহজ হলে তার যে রূপ উদ্ভাসিত হয়, তা শুধু নিজেকেই নয় - তার চারপাশের পরিবেশকেও যেন আলো করে তোলে। আমি ওঁর অনেক ছবি তুললাম। যেখানে, যেভাবে বসতে বলছি বিনা প্রতিবাদে সে-আবদার পূর্ণ করেছেন। সে হৃদয়ভরা স্নেহকেও আস্বাদ করছি প্রাণভরে। তাই ত ভাবি যাদের একটি স্পর্শে, একটি চাউনীতে মানুষের অন্তরকে ধ্যানে বিভোর করতে পারে তাঁদের শক্তির অবধি কোথায়?"

ঐতিহ্যপূর্ণ পানিহাটিকে জানতে হলে, ডঃ শেখর কুমার শেঠ রচিত বইটি আপনাকে পড়তেই হবে।

সম্পূর্ণ রঙীন-ঐতিহ্যময় পুণ্যভূমি পানিহাটি দর্শন

মূল্য—৫০ টাকা মাত্র

বইটি পাওয়া যাবে অমৃতা বার্তা পত্রিকার ... দপ্তর /
পানিশিলা, কলকাতা—১১২ **(M): 09051231726**
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগড়পাড়া, কোলকাতা—৫৮
(Ph): 033-2553-1208/07278481076
ইসকন পানিহাটি, কোলকাতা —১১৪
(Ph): 033-2523-5613
কাঠিয়াবাবা আশ্রম, সুখচর, কোলকাতা —১১৫
(Ph): 033-25632017/09433110060
ভবার মহাশক্তির আশ্রম, সুখচর, কোলকাতা —১১৫
(M): 09432669084
গোমস বুক, সুখচর, রাজা রোড, কোলকাতা —১১৫
সরকার বুক স্টল, ২নং প্লাটফর্ম, সোদপুর, কোলকাতা—১১০

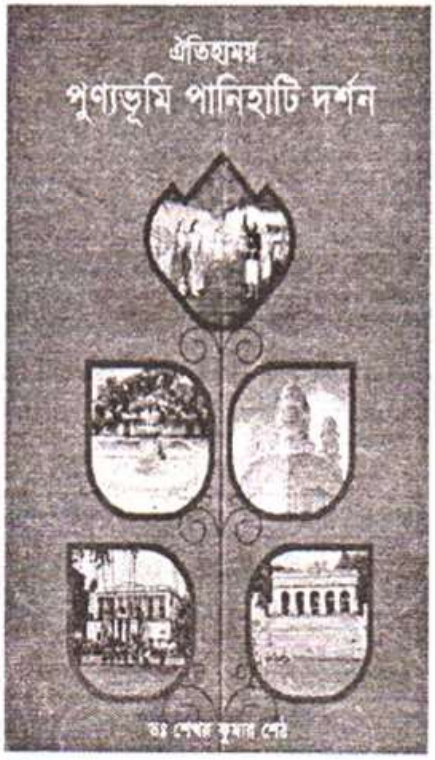

অমৃতা বার্তা পত্রিকার সৌজন্যে প্রচারিত